গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জয়পুরহাট
(আইসিটি শাখা)
www.joypurhat.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.৪৩.৩৮০০.০১৫.০৬.০০৩.১৮- ৪৩

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩০ / ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়: সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উদ্ভাবনী ধারণার তালিকা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই- গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জয়পুরহাট জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণার তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে - ০১ (এক) পাতা

১১/২/২৪
(সালেহীন তানভীর গাজী)
জেলা প্রশাসক
জয়পুরহাট
dcjoypurhat@mopa.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার
রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহী
দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী কমিশনার (আইসিটি শাখা)

স্মারক নং: ০৫.৪৩.৩৮০০.০১৫.০৬.০০৩.১৮-

তারিখ: মাঘ ১৪৩০ / ফেব্রুয়ারি ২০২৪

অনুলিপি অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো-

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জয়পুরহাট
২। প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট (উদ্ভাবনী ধারণার তালিকাটি জেলা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

//
জেলা প্রশাসক
জয়পুরহাট

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উদ্ভাবনী ধারণার তালিকা

উদ্ভাবনী ধারণা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাস্তবায়নকারী
ক্লিন টাউন: **পাঁচবিবি মডেল**	উদ্ভাবনী ধারণার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী **"ক্লিন টাউন: পাঁচিবিব মডেল** উন্নত বিশ্বের শহরগুলোতে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং শহরবাসী সকলে মিলে তাদের দায়িত্ব পালনে মাধ্যমে তাদের শহর পরিচ্ছন্ন রাখে। নাগরিকরা তাদের ঘরের দৈনন্দিন বর্জ্য নিয়ম মোতবেক নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে জমা করেন যা পৌর ক্লিনাররা এসে সংগ্রহ করে ডাম্পিং বা রিসাইকেলের ব্যবস্থা করে। উন্নত বিশ্বের নগরের আদলে ২০৪১ সালের মধ্যে জয়পুরহাটকে একটি স্মার্ট ও ক্লিন জেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ জেলা প্রশাসনের। জেলা প্রশাসন নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পৌরসভাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভাকে ক্লিন টাউন হিসাবে তৈরি করা হবে। এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে "ক্লিন টাউন: পাঁচবিবি মডেল"। মূলত "ক্লিন টাউন: পাঁচিবিব মডেল" কার্যক্রম পরিচালিত হবে বাস্তবে যার মনিটরিং করা হবে ওয়েব/এপসের মাধ্যমে। এটি হবে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম যার মাধ্যমে পৌর এলাকার হোল্ডিং (বাসা/প্রতিষ্ঠান) সমূহের আশপাশের পরিষ্কার পরিচ্ছতার অবস্থা ওয়েব/এপসের মাধ্যমে বোঝা যাবে।	সালেহীন তানভীর গাজী জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট ফোকাল পয়েন্ট: মো: হাবিবুর রহমান মেয়র, পাঁচবিবি পৌরসভা
বীর বাঙালী	**জয়পুরহাট সদর উপজেলাধীন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় মহান মুক্তিযুদ্ধের খন্ড খন্ড ইতিহাস এর অডিও ভিজুয়াল দৃশ্যায়ন এবং এর লিখিত প্রযোজনা** **"বীর বাঙালী"** ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালী জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্জন। আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা হলেন এই স্বাধীকার আন্দোলনের বীর সেনানী। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে অবদান তাতে বিশ্ব মানচিত্রে যতদিন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তাদের কৃতজ্ঞতা চিত্তে এই জাতি স্মরণ করবে। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে মানুষ মরনশীল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫২ বছর পরে আজ অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাই আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছেন। বয়সের ভারে ন্যুজ অনেকেই হয়তো আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নেবেন। আজ থেকে ১৫/২০ বছর পরে হয়তো আগামী প্রজন্ম স্বশরীরে কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনতে পারবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ১৫/২০ বছর পরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি সংস্পর্শে আসার আর হয়তো কোন সুযোগ পাবে না। জয়পুরহাট সদরে সর্বশেষ হিসাব মতে, ৯৪ জন জীবিত এবং ২২ জন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। এই সব বীর মুক্তিযোদ্ধাগন মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ এর রণাংগনে যুদ্ধের বর্ণনা ডিজিটালী (অডিও / ভিডিও ফরম্যাট) সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগটির মাধ্যমে খেতাবপ্রপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাইরে গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন খন্ড খন্ড স্মৃতি ডিজিটালী সংরক্ষণের ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে। জয়পুরহাটের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাইরে সাধারন গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের স্মৃতির লিখিত বা ডিজিটাল সংকলন খুজে পাওয়া যায় না। এই শূন্যতা পূরণের জন্যে উক্ত ডিজিটাল উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। তথ্যচিত্রটি জয়পুরহাট জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, পাগলা দেওয়ান বদ্ধভূমি (চকবরকত), কড়ই-কাদিপুর বদ্ধভূমি (বম্ব)। এই বীর মুক্তিযোদ্ধাগনের অনেকেই বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ। তা স্বত্তেও তারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করে আগামী প্রজন্মের কথা স্মরণ করে তাদের কল্যানে তথ্যচিত্র নির্মানের কাজে সহযোগিতা করেছেন। তথ্যচিত্রটি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংগ্রহণকারী এবং প্রাণ উৎসর্গকারী সকল শহীদের তরে উৎসর্গকৃত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অন্যান্য বিরল ও ভবিষ্যতে বিলুপ্তি ঘটতে পারে এমন বিষয়সমূহ তথ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে। প্রাথমিকভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন ইতিহাস তাদের নিজস্ব বর্ণনার মাধ্যমে বীর বাঙালী নামক তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই ইতিহাসকে লিখিতভাবে সংকলন আকারে জয়পুরহাটের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হিসেবে প্রকাশনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এভাবে দেশব্যাপী এরূপ উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে চির অম্লান করে রাখতে সহায়তা করবে।	মোঃ আরাফাত হোসেন উপজেলার নির্বাহী অফিসার জয়পুরহাট সদর

০৮/০২/২৪

(মো: শামীম হোসাইন)
সহকারী কমিশনার
আইসিটি শাখা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জয়পুরহাট